[redacted]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

এনামুলকে দিল্লির বিশেষ সিবিআই আদালতে সোপর্দ করে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে।

ভয়াবহ ভূমিধ্বসে মধ্য আমেরিকায় ১০০ জন নিহত

নিম্নচাপ ইটার প্রভাবে মধ্য আমেরিকায় এক দশকের মধ্যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। এতে কমপক্ষে ১০০ লোক নিহত হয়েছে। আর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভূমিধ্বসের পাশাপাশি ভেসে গেছে বহু ঘরবাড়ি। ফলে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন হাজারও মানুষ। খবর রয়টার্স।

গুয়েতেমালার প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো গিয়াম্মাত্তেয়ি শুক্রবার জানিয়েছেন, এই ঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট ভূমিধস ও বন্যায় দেশটির কুয়েজা গ্রামে অন্তত ১০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি।

এই দুর্যোগ অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে এনেছে দেশটির মানুষের জীবনযাত্রায়। ছবিতে দেখা গেছে, তলিয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি ছেড়ে অবশিষ্ট সম্বলটুকু নিয়ে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে মানুষ।

দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নিলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা

টানা দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করলেন নিউজিল্যান্ডের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন। শুক্রবার শপথ নিয়েছেন তিনি। জাসিন্ডার পাশাপাশি এ দিন শপথ নেন তার নতুন মন্ত্রিসভার অন্য

সদস্যরাও। রাজধানী ওয়েলিংটনের গভর্নমেন্ট হাউসে এই শপথ নেয়ার আয়োজন করা হয়।

শপথ অনুষ্ঠানে নিউজিল্যান্ড প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন বলেন, নতুন মন্ত্রিসভাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, অনেক বড় দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। অনেক চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি আসবে তা একত্রে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে।

মন্ত্রিসভা গঠনের আগেই জাসিন্ডা জানিয়েছিলেন অবিশ্বাস্যরকম বৈচিত্র্যময় মন্ত্রিসভা গঠন করবেন তিনি। নারী, আদিবাসী ও সমকামী নিয়ে গঠিত হয়েছে তার কেবিনেট। জাসিন্ডার নতুন মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সমকামী গ্র্যান্ট রবার্টসনকে। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মাওরি সম্প্রদায়ের নানাইয়া মাহুতাকে।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্যের পরে নিউজিল্যান্ডের গত মাসের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হন জাসিন্ডা আরডার্ন।

চীনকে ঠেকাতে একজোট যুক্তরাষ্ট্র-ভারতসহ চার দেশ

চীনের প্রভাব ঠেকাতে ভারতের সঙ্গে মালাবার নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ধাপের এ সামরিক নৌ মহড়াটি ভারতীয় উপকূলীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দুই ধাপে অনুষ্ঠিতব্য মালাবার নৌ মহড়া ৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে জানা গেছে।

এ মহড়ায় যোগ দেবে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস জন এস ম্যাককেইন, অস্ট্রেলিয়ার এইচএমএএস বালারাতসহ এমএইচ-৬০ হেলিকপ্টার এবং জাপানের জেএমএসডিএফ’র ওনামি (ডেস্ট্রয়ার)।

সম্প্রতি চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেছেন টোকিওতে।

চার দেশের জোটের নাম কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ বা কোয়াড। মুখে না বললেও মূলত চীনের প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্যই একজোট হয়েছে ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা।

চীন যেভাবে ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করছে ও আঞ্চলিক প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছে, তা ঠেকানোর জন্যই চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করছেন টোকিওয়। করোনাকালে ভার্চুয়াল বৈঠক না করে তারা যে একসঙ্গে বসে আলোচনা করলেন, তার থেকেই পরিষ্কার বিষয়টিকে তারা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ চলাচল ‘অবাধ ও স্বাধীন’ রাখার উপায় খোঁজার যুক্তি দেখিয়ে ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে ‘কোয়াড’ নামে সংলাপের সূচনা হয়েছিল। দশ বছর পর ‘কোয়াড সংলাপ’ ২০১৭ সাল থেকে নতুন করে জীবন ফিরে পায়।

এই মহড়াটি এমন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন চীন ও অস্ট্রেলিয়া কূটনৈতিক বিরোধ চলছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ রয়েছে চীনের। সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়েও দ্বন্দ্ব চলছে চীনের।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়: রুহানি

ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি বলেছেন, কে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর কী ঘটছে এটি তেহরানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। বুধবার তেহরানে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে রুহানি এ কথা বলেন।

রুহানি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে সম্মান, হুমকির পরিবর্তে শ্রদ্ধা এবং আইন লঙ্ঘনের পরিবর্তে প্রতিশ্রুতি

বাস্তবায়নের পথ অনুসরণ করতে হবে। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাকফিরি সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি মেনে নেয়া হবে না।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক ও বেসামরিক পন্থায় কারাবাখ সংকটের সমাধান করতে আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট।

কে হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?

আমরা জয়ের পথে রয়েছি বলে বিশ্বাস করি। সব ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে – এমন মন্তব্য করেছেন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন।

তিনি আরো বলেন, সকাল নাগাদ পুরো ফলাফল চলে আসতে পারে। তবে কে বিজয়ী হবে এটা বলার দায়িত্ব আমার বা ট্রাম্পের নয়। এটা একমাত্র আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্ত।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দামামা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে। সবার চোখে এখন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। এর মধ্যে ইলেক্টোরাল ভোটে ট্রাম্পের চেয়ে বেশ এগিয়ে জো বাইডেন। যদিও ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডা এবং ওহাইও জিতে নিয়েছেন ট্রাম্প।

মার্কিন গণমাধ্যম বলছে, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন এবং ওয়াশিংটনে জো বাইডেন জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ট্রাম্পের কাছ থেকে। ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হতে হলে ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোটে জিতেই হবে। এখন পর্যন্ত ইলেক্টোরাল ভোটের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বাইডেন পেয়েছেন ২৩৮ আর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প পেয়েছেন ২১৩টি ভোট।

ফলাফল অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া, কলোরাডো, ডেলাওয়ারে,ম্যারিল্যান্ড, ম্যাচাচুসেটস, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ মেক্সিকো, নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোডে আইল্যান্ডে, কানেক্টিকাট, ইলিনয়েস, মেরিল্যান্ড, মিনেসোটা, হাওয়াই, ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

অন্যদিকে, দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছেন- ইন্ডিয়ানা, কেন্টাকি, ওকলাহোমা, টেনেসি, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরাকানসাস, সাউথ ডাকোটা, নর্থ ডাকোটা, আলাবামা, সাউথ ক্যারোলাইনা, লুইজিয়ানা, নেব্রাসা এবং নেব্রাসার থার্ড ডিসট্রিক্ট, উটাহ, মিসৌরি, কানসাস, ওয়াইওমিং এবং মিসিসিপি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীর ৫০টি রাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি মিলে মোট ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাধারণত জাতীয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন না। এদিকে, মার্কিন সংসদের সিনেটের ১০০ জন, প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ এবং সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে ওয়াশিংটন ডিসির তিনজন প্রতিনিধিসহ দেশটিতে মোট ইলেক্টোরাল কলেজ প্রতিনিধির সংখ্যা ৫৩৮।

ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই নিজেকে জয়ী দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পাশাপাশি ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের ডেমোক্রেট দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রাম্প আদালতে গেলে তারাও আইনজীবীদের একটি দল প্রস্তুত রেখেছে।

গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় মধ্যরাতে হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাবো। আমরা ভোট গণনার কার্যক্রম এই মুহূর্তে বন্ধ চাই। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি খুবই দুঃখজনক একটি মুহূর্ত।’

তবে জো বাইডেন তার সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘ট্রাম্প বা আমি নিজেকে জয়ী ঘোষণার কেউ নই। এটা আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্ত।’

নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, এখনো আটটি অঙ্গরাজ্যের ফল বাকি রয়েছে। এগুলোতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর। এর মধ্যে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফল পেতে শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা।

এই অঙ্গরাজ্যে ২০ টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট রয়েছে। ৭৫ শতাংশ ভোট গণনা পর্যন্ত এখানে প্রায় ছয় লাখ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন

ট্রাম্প। অন্য যে অঙ্গরাজ্যগুলোর ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সেগুলো হলো নেভাদা, অ্যারিজোনা, আলাস্কা, উইসকনসিন, মিশিগান, জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা।

চূড়ান্ত ফল পেতে কতদিন লাগবে?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি। এখন পর্যন্ত ৭টি অঙ্গরাজ্যের ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট গণনা বাকি আছে। ওই রাজ্যগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্ব।

বিবিসির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, হয়তো কয়েকদিনেও ভোটের ফল জানা যাবে না। সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, পোস্টাল ভোট নিয়ে লড়াই চলছে মিশিগান, উইসকনসিন ও পেনসিলভানিয়ায়। এসব ভোটের গণনা এখনো সম্পন্ন হয়নি।

এদিকে ট্রাম্প ইতোমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার হুমকি দিয়েছেন। এর মানে হলো এর নিষ্পত্তি হতে সময় লাগতে পারে কয়েক সপ্তাহ। ট্রাম্পের অনিশ্চয়তা থেকে সহিংসতার আশঙ্কা- অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে এটি নিশ্চিত। যদিও অনেক আমেরিকান তাদের উদ্বেগের কথা বলছেন তারপরেও বড় ধরনের কোনো সহিংসতার দিকে যাবে কিনা পরিস্থিতি তা বলার মতো যথেষ্ট সময় এখনো আসেনি।

এখন পর্যন্ত যেসব অঙ্গরাজ্যের ইলেক্টোরল কলেজ ফলের অপেক্ষা সেগুলো হল, আলাস্কা (৩), নেভাদা (৬), উইসকনসিন (১০), মিশিগান (১৬), পেনসিলভানিয়া (২০), নর্থ ক্যারোলিয়া (১৫) ও জর্জিয়া (১৬)। এসব অঙ্গরাজ্যের ভোটেই দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতে হলে ২৭০টি ইলেক্ট্রোরাল ভোট পেতে হবে। সংবাদ সংস্থা এপির তথ্য অনুযায়ী, ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪৩টি রাজ্যের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাতে ২৩৮টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পেতে যাচ্ছেন জো বাইডেন অপরদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প পেতে যাচ্ছেন ২১৩টি ভোট।

মার্কিন সিনেটর পদে ফের জয় পেলেন শেখ রহমান

দ্বিতীয় মেয়াদের জন্যে জর্জিয়া স্টেট সিনেটর হিসেবে বিজয়ী (ডিস্ট্রিক্ট-৫) হলেন বাংলাদেশি শেখ রহমান। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের কোন প্রার্থী না থাকলেও নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে জর্জিয়া নির্বাচন বোর্ড।

কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ রহমান সকল প্রবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। শেখ রহমান বলেন, সকলের আশীর্বাদে বহুজাতিক একটি সমাজে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার মধ্যে অন্যরকমের একটি আনন্দ রয়েছে- যা আমাকে আরও সামনে এগোতে সহায়তা করবে।

শেখ রহমান আরও বলেন, স্টেট পার্লামেন্টে থাকলেও জাতীয়ভিত্তিক যে সংযোগ রয়েছে ইউএস সিনেট এবং ক্যাপিটল হিলে, তাকে অবশ্যই বাংলাদেশি আমেরিকান ও বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে কাজে লাগানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখবো।

উল্লেখ্য, শেখ রহমানের নির্বাচনী এলাকার ভোটারের সংখ্যা ১৪ হাজার ৯০৪। এরমধ্যে শ’খানেক বাংলাদেশি আমেরিকান রয়েছেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা, বর্ণ আর ধর্মের মানুষের প্রিয় একজনে পরিণত হওয়ায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তিনি কমিউনিটির ব্যাপারে শেখ রহমানের পরামর্শ হচ্ছে, বাঙালিত্ব হৃদয়ে ধারণ করে প্রতিবেশী সকল ভাষা-বর্ণ-ধর্মের মানুষের সাথেও গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাহলেই যে কোন নির্বাচনে বিজয়ের পথ সুগম হয়।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে ছবি

প্রতি মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে ছবিটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ শুরু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন খানিকটা এগিয়ে। অন্যদিকে, রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনিও রয়েছেন বাইডেনের কাছাকাছি।

এখনও পর্যন্ত জো বাইডেন এগিয়ে ২৩৮ ইলেক্টোরাল ভোটে। অন্যদিকে ট্রাম্পের ঝুলিতে ২১৩ ইলেক্টোরাল ভোট। জিততে হলে পেতে হবে ২৭০ ইলেক্টোরাল ভোট।

এখনো বেশ কয়েকটি রাজ্যের ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন বিশ্ববাসী। কে হচ্ছেন ৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা। তবে জয়ের ব্যাপারে দুই প্রার্থীই বেশ আশাবাদী।
তবে অভিযোগ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী, কিন্তু তারা নির্বাচন চুরির চেষ্টা করছে। আমরা কখনোই তাদের সেটা করতে দেবো না।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন, আমরা জয়ের পথে রয়েছি বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে সব ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

অর্ধেকের বেশি রাজ্যের ফল

ঘোষিত: ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে বাইডেন, পপুলার ভোটে ট্রাম্প

গোটা বিশ্ব এখন তাকিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভোটের ফলাফল আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই বেশ কিছু ইলেকটোরাল কলেজের ভোটের ফলাফল হাতে এসেছে। এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের চেয়ে ৭৮টি ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাইডেন পেয়েছেন ১৯২টি ইলেকটোরাল ভোট। অপরদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ১১৪টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন।

তবে ইলেকটোরাল ভোটে পিছিয়ে থাকলেও পপুলার ভোট এগিয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এখন পর্যন্ত ভোট পেয়েছেন ২ কোটি ৫৩ লাখ ২৩ হাজার ২৭২টি ভোট। এদিকে, বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ৪৯ লাখ ৫৬ হাজার ৩১২ জন ভোটার।

ইন্ডিয়ানা, আরকানসাসে বাইডেনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। অপরদিকে, ম্যাসাচুসেটস এবং নিউ জার্সিতে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্প, রোডে আইল্যান্ডে, কানেক্টিকাট, দেলাওয়ার, ইলিনয়েস এবং মেরিল্যান্ডের ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে একসঙ্গে ভোট হলেও মূলত সবার নজর থাকে ব্যাটলগ্রাউন্ড খ্যাত কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের দিকে। এগুলোকে বলা হয় সুইং স্টেট। নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এসব অঙ্গরাজ্য।

এ বছর আটটি অঙ্গরাজ্যকে সুইং স্টেট বলা হচ্ছে। এগুলো হলো ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া, ওহাইও, মিশিগান, উইসকনসিন, আইওয়া, অ্যারিজোনা ও নর্থ ক্যারোলাইনা।

আটটি অঙ্গরাজ্যে কোন প্রার্থীর অবস্থান কেমন তা নিয়ে ‘পোলস

ট্র্যাকার’ এর ফলাফল প্রকাশ করেছে গার্ডিয়ান। সেখানে দেখা গেছে, ছয়টিতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন এবং দুটিতে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন।

পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিন ও মিশিগানে যথাক্রমে ২০টি, ১০টি ও ১৬টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। এগুলোতে বাইডেন বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

আইওয়া ও ওহাইওতে যথাক্রমে ৬টি ও ১৮টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। এই দুই জায়গায় ট্রাম্প সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।